গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামানত হারাচ্ছেন ৬ প্রার্থী

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনীর ৬ প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন।

এদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৫ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ জন প্রার্থী জামানত হারান।

তবে, চেয়ারম্যান প্রার্থী জামানত হারানোর মধ্যে তিন প্রার্থী নির্বানের কয়েকদিন আগেই নির্বাচন থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), লাইলা আরজুমান বানু শিলা দোয়াত কলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল)। ভোটের মাঠে থেকে দুই প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। এরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত জুলফিকার আলী ভূট্টো (কৈ মাছ) ও মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের ১৫ ভাগের নিচে ভোট পেলে সেই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

সে অনুযায়ী গাংনী উপজেলা পরিষদের ৫ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এই প্রার্থীরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো (কৈ মাছ) প্রতিকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৫৭, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল) প্রতিকে পেয়েছেন ৭০৪, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিস) প্রতিকে পেয়েছেন মাত্র ২৮৯, উপজেলা যুব মহিলা লীগ নেত্রী লাইলা আরজুমান শিলা (দোয়াত কলম) প্রতিকে পেয়েছেন ২২৭ এবং গাংনী হর্কাস মার্কেটের সভাপতি মুকুল আহম্মেদ ওরফে মহিবুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি) প্রতিকে পেয়েছেন ২০১ ভোট। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এরা সবাই তাদের জামানত হারাচ্ছেন। নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে রেজাউল হক (চশমা) তার জামানত হারাচ্ছেন। তিনি পেয়েছেন ১৬৮২ ভোট।

মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক (আনারস) প্রতীক নিয়ে ৩৩ হাজার ৭২৩ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী মাখেলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার) প্রতীক নিয়ে ২৮ হাজার ২৯৩ ভোট পান এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), তিনি ভোট পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬০ ভোট।

ফুলেল শুভেচ্ছা ও জনগণের ভালোবাসায় সিক্ত হলেন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। প্রতিপক্ষ প্রার্থীকে ৫ হাজার ৪৩০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি।

এম এ খালেক পুনরায় উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর দলীয় নেতাকর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠণ, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ গতকাল বুধবার দিনভর তার সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

সকাল থেকেই উপজেলা বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার নেতা কর্মী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ ব্যক্তি ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার বাড়িতে ছুটে আসেন।

এসময় জনগণের ভালোবাসা ও ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান এম এ খালেক। তারা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় এম এ খালেক সবার উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আমাকে যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন আমি সেই ভালোবাসায় অভিভুত। আমি পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগামী পাঁচটি বছর গাংনীর উন্নয়নে কাজ করবো। আমি আপনাদের দোয়া চাই, যাতে গাংনী উপজেলাবাসীর সেবায় আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারি।
গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস পচু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য শওকত আলী, শাহানা ইসলাম শান্তনাসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন স্তুরের নেতা কর্মী ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করেন ও ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এছাড়া, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বরবৃন্দ, ও অসংখ্য দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থক ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুরের আশরাফপুরে এক ব্যক্তিকে কু*পি*য়ে জ*খ*ম

পূর্ব শত্রুতার ও জমি সংক্রান্ত জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে সামাদ আলী নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে যখম করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২২ মে) সন্ধা ৭ টার দিকে আশরাফপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত সামাদ আলী আশরাফপুর গ্রামের আফরোজ আলীর ছেলে। তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এ বিষয়ে আহত সামাদ আলী স্ত্রী বলেন, আমার নিজের জমি জোর করে

হিছাব আলী দখল করে নিতে চাই। কিছু দিন আগে বিষ দিয়ে আমাদের পাট পুড়িয়ে দিয়েছে। গতকাল বুধবার আমার স্বামী জমিতে চাষ করে রেখে এসেছে। সন্ধার সময় আমার স্বামীকে রাস্তাতে একা পেয়ে হিছাব আলী, হিছাবের স্ত্রী-মেয়ে ও হিছাব আলীর ভাইয়ের ছেলে কুদ্দুস দেশীও দা, রড় দিয়ে আমার স্বামীকে এলো পাতাড়ি মারে। এসময় আমার স্বামী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তিনি আরো বলেন, আমার স্বামীকে যখন ওরা মারছে তখন আমি ছুটে বাঁচাতে গেলে আমাকেও দা দিয়ে কোপানোর জন্য তাড়ালে আমি প্রাণের ভয়ে বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা লাগিয়ে দিয় তারপর আমি নিজেও বাঁচি।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে আহত সামাদের পরিবার।

এম এ খালেক দ্বিতীয়বারে গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে আনারস প্রতীকে ৩৩ হাজার ৭২৩ ভোটে দ্বিতীবারের মত গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোখলেছুর রহমান হেলিকপ্টার প্রতীকে পেয়েছেন ২৮ হাজার ২৯৩ ভোট।

ভোট গণনা শেষে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচনী অফিসার মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ এমএ খালেককে বেসরকারিভাবে উপজেলা চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। এছাড়া অপর প্রার্থী রাশেদুল হক জুয়েল ঘোড়া প্রতীকে পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬০ ভোট, বিএনপির বহিস্কৃত প্রার্থী জুলফিকার আলী ভুট্টো কৈ মাছ প্রতীকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৫৭ ভোট,মোশাররফ হোসেন মোটরসাইকেল প্রতীকে পেয়েছেন মাত্র ৭০৪ ভোট, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম কাপ পিরিচ প্রতীকে পেয়েছেন ২৮৯

ভোট, লাইলা আরজুমান বানু শিলা দোয়াত কলম প্রতীকে পেয়েছেন ২২৭ ভোট, মুকুল জোয়ার্দার শালিক পাখি প্রতিকে পেয়েছেন ২০১ ভোট।

ভাইসচেয়ারম্যান পদে ফারুক হাসান টিউবওয়েল প্রতীক নিয়ে ৪৭ হাজার ৩৯৮ ভোট পেয়ে প্রথম বারের মত উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেলোয়ার হোসেন মিঠু তালা প্রতীকে পেয়েছেন ৩২ হাজার ৬০৪ ভোট, এছাড়া অপর প্রার্থী রেজাউল করিম চশমা প্রতীকে পেয়েছেন ১৬৮২ ভোট। যদিও রেজাউল করিম ভোটের কয়েকদিন আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এছাড়া মহিলা ভাইনসচেয়ারম্যান পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন মোছা: নাসিমা খাতুন। তার প্রতিক ছিল ফুটবল। তিনি ভোট পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৪০৯ ভোট।

তার নিকটতম প্রার্থী ফারহানা ইয়াসমিন হাঁস প্রতীকে পেয়েছেন ৩২ হাজার ৮৫৭ ভোট ও অপর প্রার্থী আলপনা আক্তার কলস প্রতীকে পেয়েছেন ১২ হাজার ১৫ ভোট।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মোট পোল হয়েছে ৮০ হাজার ২৮১ ভোট। যার শতকরা হার ৩৪.০৪ শতাংশ।

রিটার্নিং কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫৪ জন।

ভোট কেন্দ্রের বাইরে কর্মী সমর্থকদের ভীড়, কেন্দ্রের ভিতরে ভোটার শুন্য

ভোট কেন্দ্রের বাইরে কর্মী সমর্থকদের ভীড়, ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ভোটার শুণ্য। উপজেলা নির্বাচন, আয়োজনের কমতি নেই, শুধু কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কম।

সকাল নয়টা, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোটারের

দেখা নেই। পুরো কেন্দ্র ফাঁকা। বুথে প্রার্থীর এজেন্ট আছেন, পোলিং অফিসার ও প্রিজাইডিং অফিসার আছে। বাইরে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা অলস সময় পার করছেন।
উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রে আজ সকালের চিত্র এটি।

প্রিসাইডিং কর্মকর্তা রাসেল মোস্তাফিজ বলেন, ” কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি দেখা যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা হয়নি।’

তবে, কিছুক্ষণ পরেই ভোট দিতে আসেন, প্রার্থী মোখলেছুর রহমান মুকুল, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম।

এ কেন্দ্রটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন ১৭ জন আনসার ও ৪ জন পুলিশ সদস্য। সব চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্টকে দেখা গেছে।

গোপালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সকাল আটটায় ভোট শুরু হয়ে প্রথম দুই ঘণ্টায় এই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭০টি। এখানে মোট ভোটার ২৪৬৩। দুই ঘন্টায় ২.৮৪২ শতাংশ ভোট পড়েছে এখানে। বেলা ১২ টার দিকে সাহারবাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে ১০০ ভোট পোল হয়েছে। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২৫৯৯। চার ঘন্টায় এখানে ভোট পোল হয়েছে ৪ শতাংশ। একই সময়ে সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ৩১৬৮ ভোটারের মধ্যে ভোট প্রদান করেছেন ১০৬ জন। যার শতকরা হার ৩.৩৪ শতাংশ। বেলা ১১ টার সময় নওপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে পোল হয়েছে
২৪৭। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ৩২১৬।

সকাল ১২ টার সময় হিজলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পোল হয়েছে ৬৫ ভোট। এখানে ভোটার সংখ্যা ১৯৬০। বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১১ টার সময় ভোট পোল হয়েছে ১০৪। যেখানে ভোট সংখ্যা ২৬৬৭। করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১২ টার সময় পোল হয়েছে মাত্র ৪৭ ভোট। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২০৪৪। বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১০ টার সময় ভোট পড়েছে মাত্র ৪৫। এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ২৩৮৮। গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১১ টার সময় ভোট পোল হয়েছে মাত্র ৫২। যেখানে ভোটার রয়েছে ৫২। করমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বেলা ১২ টার সময় ভোট পড়েছে ৩২। কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ ভোট

বেলা দেড়টার সময় ভোট পোল হয়েছে ২৫০। যেখানে ভোটার রয়েছে ১৮৬৭। বেলা ১২ টার সময় কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে একই সময় ভোট পোল হয়েছে ৪৩৩। এখানে ভোটার সংখ্যা ১৯৫১।

সরেজমিনে ভোটকেন্দ্রগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, ভোটারের উপস্থিতি খুবই কম। পোলিং এজেন্টসহ অন্যরা অলস সময় পার করছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তৎপরতা নেই।

তবে, গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান জানান, বেলা দুইটা পর্যন্ত শতকরা ২১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

গাংনীতে এক পোলিং এজেন্টের এক মাস কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে সাইদুল ইসলাম (৩৬) নামের এক পোলিং এজেন্টের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনীর চিতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার অপরাধে সাইদুল ইসলাম নামের ওই এজেন্টকে কারাদণ্ড প্রদান করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামিম।

দণ্ডিত সাইদুল ইসলাম ওই গ্রামের লস্কর শেখের ছেলে। তিনি একজন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীর এজেন্ট ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দণ্ডিত সাইদুল ইসলাম ভোটারদেরকে প্রভাবিত করায় তাকে আটক করেন প্রিজাইডিং অফিসার। পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও গাংনীর সহকারী ভূমি কমিশনার নাদির হোসেন শামিম আদালত বসিয়ে তাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। দন্ডিতকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

এভারেস্টের পর লোৎসে জয় করলেন বাবর আলী

বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয়ের দুই দিন পরেই প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লোৎসে জয় করলেন বাবর আলী।

আজ মঙ্গলবার (২১ মে) বাংলাদেশ সময় ৬টা ৫ মিনিটে বাবর আলী লোৎসের চূড়ায় দাঁড়ান।

বাবর আলীর লোৎসে জয়ের তথ্য গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন অভিযানের সমন্বয়ক ফরহান জামান।

ফারহান জামান বলেন, আজ ভোরে বাবর আলী লোৎসে জয় করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বাবর আলীই প্রথম ব্যক্তি যিনি একই অভিযানে দুটি আট হাজার মিটার পর্বত সামিট করেছেন।

বাবর আলী সুস্থ আছেন । আজ তিনি রওনা দিয়ে ক্যাম্প-৪ এ এসে পৌঁছাবেন বলে আশা করছি বলে আরও জানান ফারহান জামান।

লোৎসের উচ্চতা ২৭ হাজার ৯৪০ ফুট (৮ হাজার ৫১৬ মিটার)।

এর আগে গত রোববার (১৯ মে) বাংলাদেশ সময় সকাল পৌনে ৯টায় পঞ্চম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছান বাবর আলী।

জানা গেছে, চলতি বছরের ১ এপ্রিল নেপালের উদ্দেশে দেশ ছাড়েন চট্টগ্রামের বাবর আলী। পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয় অনুমতি ও নানা সরঞ্জাম কেনার কাজ শেষ করে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে লুকলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। সেখানে অবস্থান করেন সপ্তাহখানেক। ট্রেকিং পর্ব শেষ করে পৌঁছান এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে। মূল অভিযান শুরু হয় সেখান থেকে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে ডাক্তার হয়েছেন বাবর। ভালো চাকরিও করেছেন, কিন্তু ডাক্তারীর মত লোভনীয় পেশা

তাঁকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি, হয়েছেন পরিব্রাজক ঘুরেছেন পাহাড় থেকে পাহাড়ে। পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন বাংলাদেশের ৬৪ জেলা, বাইসাইকেল চালিয়ে বেড়িয়েছেন ভারতের উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। আরোহণ করেছেন হিমালয়ের দাবা আবলাম পর্বত।

বাবর আলীর ঘনিষ্ট মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টু। তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে ২০১৯ সালে ছেলেটির সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তারপর থেকে কয়েকবার মেহেরপুর এসেছেন এবং আমাকে ধন্যকরে আমাদের বাসায় রাত্রিযাপনও করেছেন, অনেক বিষয়ে কথা হয়েছে। প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনি একই সাথে হিমালয়ের দুটি সর্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ করে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন এটা আমরা বাংলাদেশী হিসেবে গর্বিত।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা নির্বাচন। আজ সকাল আটটা থেকে উপজেলার ১০৭টি কেন্দ্রে একযোগে শুরু হয় ভোটগ্রহণ।

শুরুর দিকে কিছু কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি থাকলে বেশিরভাগ উপকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি একেবারেই কম।

তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে বলে আশা করছেন ভোট গ্রহণ তারিখ কর্মকর্তারা। তবে ভোটকেন্দ্র গুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে।

এ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মোট আটজন প্রার্থী রয়েছেন। দলীয় প্রতীক না থাকায় বিএনপি’র এক প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের ৭ প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এরমধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত তিন প্রার্থী ঘোষণা দিয়ে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গেছেন।

ভাইস চেয়ারম্যান পদে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে গেছেন। অপরদিকে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে তিন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছেন।

৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত গাংনী উপজেলা । এ নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৫৪। মোট ১০৭টি ভোট কেন্দ্রে ৬৫৪টি ভোট কক্ষের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

নির্বাচনকে ঘিরে আইন শৃংখলা বাহিনীর পক্ষ থেকে গড়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা বলয়। ভোট কক্ষ, ভোট কক্ষের বাইরে আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আনছার ও পুলিশের পাশাপাশি স্টাইকিং ফোর্স হিসেবে মাঠে রয়েছে বিজিবি এবং র্যাব।

এছাড়াও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের টিম নির্বাচনী আইন শৃংখলা রক্ষায় মাঠে রয়েছেন।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনসার-ভিডিপি’র ব্রিফিং

আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ। গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলায় ১০৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গাংনী উপজেলা মোট ১ হাজার ৪৭২ জন সদস্য মোতায়েন করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোট ১৩ জন বা ততোধিক আনসার ও

ভিডিপি সদস্য ১৭ মে থেকে অঙ্গীভূত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) ও দুইজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের (এপিসি) নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্য রয়েছেন। কোনো কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা ৬টির বেশি হলে বুথ প্রতি অতিরিক্ত আরও একজন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পিসি ও এপিসিগণ (৩ জন) অস্ত্রসহ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ লাঠিসহ ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, ১ম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অত্র জেলার দু’টি উপজেলায় প্রায় দুই হাজার জনবল অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবারও আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলার সদস্য-সদস্যাগণ নির্বাচনি বিধি মেনে দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

রাত পোহালেই গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট যুদ্ধ।

উপজেলা নির্বাচনকে ঘীরে স্থানীয় রাজনীতি ও ভোটারদের মাঝে চলছে নানা হিসাব-নিকাশ ও চুলচেরা বিশ্লেষণ। যার বড় অংশজুড়ে রয়েছে প্রার্থী নিয়ে পর্যালোচনা। বর্তমান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল নিয়েই চলছে আলোচনা-পর্যালোচনা।

প্রথম ধাপে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি উপজেলা নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ায় গাংনীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলছে নানা হিসেব নিকেশ।

সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ও গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলীসহ অন্যান্য নেতারা মখলেছুর রহমান মুকুলের পক্ষে নিয়ে মাঠে ময়দানে কাজ করছেন।

অপরপক্ষে গাংনী পৌর সভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, এই উপজেলার ৯ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু নিয়েছেন বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের পক্ষে ভোটের মাঠে কাজ করছেন।